সংবাদ

তারিখ 24 MAY 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

কলেজে ভর্তি

প্রতারণার বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থানে বোর্ড

রাকিব উদ্দিন

কলেজে ভর্তি প্রতারণার বিরুদ্ধে এবার কঠোর অবস্থানে শিক্ষা বোর্ডগুলো। পর্যাপ্ত শিক্ষক ও অবকাঠামো ছাড়া কোন কলেজ শিক্ষার্থী ভর্তি করলে শিক্ষার্থীদের অন্য কলেজে 'টিসি'র মাধ্যমে প্রত্যাহার করা হবে। গত শিক্ষাবর্ষে যেসব কলেজে কোনো শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি, হতে চায়নি কিংবা পাঁচ থেকে সর্বোচ্চ ২০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়েছিল সেসব প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম এবার তীক্ষ্ণভাবে 'মনিটরিং' করবে শিক্ষা বোর্ড।

আন্তঃশিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, বোর্ডের অনুমোদিত অন্তত ৩০০টি কলেজ আছে যেগুলোতে ভর্তি হতে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ নেই। এসব কলেজের প্রচার কার্যক্রমের ওপর নজর রাখছে বোর্ড। তবে যেসব কলেজে গত বছর অনলাইন ও এসএমএস আবেদনে মাত্র চার-পাঁচজন শিক্ষার্থী পছন্দের তালিকায় প্রথম স্থানে রাখে, সেইসব কলেজের পাঠদান স্থগিতের চিন্তাভাবনা করছে বোর্ড।

এ ব্যাপারে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. আশফাকুস সালেহীন সংবাদকে বলেন, 'নতুন কলেজকে তিন বছরের জন্য অস্থায়ী ভিত্তিতে পাঠদানের অনুমোদন দেয়া হয়। কিন্তু কোন কলেজে টানা তিন বছর শিক্ষার্থী ভর্তি না হলে ওই কলেজের পাঠদানের স্বীকৃতি বাতিল করা হবে। এজন্য গত দুই বছরে যারা শিক্ষার্থী পায়নি, এবার শিক্ষার্থী পেতে তারা মরিয়া। তবে পর্যাপ্ত শিক্ষক ও অবকাঠামো ছাড়া কেউ শিক্ষার্থী ভর্তি করলে, সেক্ষেত্রে ভর্তির এক বা দেড় মাসের মধ্যেই টিসি'র (ট্রান্সপার সার্টিফিকেট) মাধ্যমে অন্য কলেজে ভর্তির সুযোগ দেয়া হবে।'

এ বছর কলেজে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হচ্ছে আগামী ২৬ মে। এ কার্যক্রমকে ঘিরে শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে নামসর্বস্ব কলেজগুলো ব্যাপক প্রচারণায় লিপ্ত হয়েছে। যদিও নানা প্রলোভন ও প্রচারণা চালিয়েও গত শিক্ষাবর্ষে বিভিন্ন জেলার ৫৯টি কলেজ কোন শিক্ষার্থী পায়নি।

গত বছর ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে বিভিন্ন জেলায় কমপক্ষে ৬৫টি কলেজে মাত্র ২০ জনেরও কম শিক্ষার্থী ভর্তির আবেদন করেছিল, যাদের সবাই ভর্তি হয়নি। রাজনৈতিক বিবেচনা ও স্বজনপ্রীতির কারণে অনুমোদন পাওয়া কলেজগুলো এবার আরও বেশি শিক্ষার্থী সংকটে পড়তে পারে বলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আশঙ্কা করছেন।

শিক্ষক ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো না থাকা সত্ত্বেও অনুমোদন পাওয়া কলেজ ও অনুমোদনহীন শাখা ক্যাম্পাস প্রতারণার : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

প্রতারণার : বিরুদ্ধে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

নিয়ে এবারও শঙ্কিত এসএসসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। মেধাবী শিক্ষার্থীদের নিজ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করতে 'স্কলারশিপ', 'প্যাকেজ প্রোগ্রাম', 'ল্যাপটপ ফ্রি', 'ওয়াইফাই ফ্রি' ইত্যাদি নানা প্রলোভন দেখিয়ে প্রতারণার ফাঁদ এঁটেছে বিতর্কিত ও শিক্ষা ব্যবসায়ীদের কলেজগুলো। ঢাকার তথাকথিত কয়েকটি বিশেষায়িত কলেজ বিভিন্ন জেলায় স্থায়ী ও অস্থায়ী ক্যাম্পাস খুলে প্রচারণায় লিপ্ত হয়েছে।

গত শিক্ষাবর্ষে কোন শিক্ষার্থী পায়নি ৫৯ কলেজ

রাজনৈতিক প্রভাব ও ক্ষমতার বলে বিভিন্ন বোর্ডে অনুমোদন পাওয়া ৫৯টি কলেজ গত বছর কোন শিক্ষার্থী পায়নি। আন্তঃশিক্ষা বোর্ডের তথ্যানুযায়ী ওইসব কলেজে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নেই; নেই বিষয়ভিত্তিক ন্যূনতম শিক্ষক, নেই পাঠদানের পরিবেশ। বোর্ডের নথিতে এসব কলেজের অস্তিত্ব থাকলেও প্রকৃতপক্ষে কোচিং সেন্টার ও ভাড়া বাড়িতে গড়ে ওঠা নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নামের সঙ্গেই এসব কলেজের নাম টানিয়ে রাখা হয়েছে। ফলে এসব কলেজে বিগত কয়েক বছর শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি। এমপিওভুক্ত হতে না পারায় শিক্ষকরা কলেজে গেলেও পাঠদান করান না। আবার কোনো কলেজে মানবিক শাখায় ৫ জন শিক্ষার্থী থাকলেও বাণিজ্য ও বিজ্ঞান শাখায় একজনও শিক্ষার্থী নেই। এমপিও সুবিধা পেলে হলে এটি বিষয়ের জন্য কমপক্ষে ২৫ জন শিক্ষার্থী থাকতে হয়।

গত বছর ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ১১টি কলেজ কোন শিক্ষার্থী পায়নি। এছাড়া দিনাজপুর শিক্ষা বোর্ডে ১৬টি, রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে ১৩টি, কুমিল্লা বোর্ডে পাঁচটি, যশোরে ৯টি এবং সিলেট বোর্ডের পাঁচটি কলেজে কোন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি।

ঢাকা বোর্ডের যেসব কলেজে কেউ ভর্তি হয়নি সেগুলোর মধ্যে কাকরাইলের প্রিমিয়ার কলেজ, উত্তরার লিডস কলেজ, ধানমন্ডির জাস্ট ইন্টারন্যাশনাল কলেজ, গাজীপুর কালিয়াকৈরের নয়ানগর মহিলা কলেজে, নারায়ণগঞ্জের কায়মুন্নেসা কলেজ, গোপালগঞ্জের ক্যাশিয়ানী রাতলি আইডিয়াল কলেজ ও মুকসুদপুরের দুর্বাসুর আদর্শ হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, জামালপুর মাদারগঞ্জের ব্যারিস্টার আব্দুস সালাম তালুকদার কলেজ, নেত্রকোনার কালিশাপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, নেত্রকোনার পূর্বধলা জাটিয়াবার কলেজ ও জামালপুরের ইসলামপুরের এসএনসি আদর্শ কলেজ।

দিনাজপুর বোর্ডের কাটলা স্কুল অ্যান্ড কলেজ, দিনাজপুর জুবলি হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, বেতুরা স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ব্যাপারিতলা আদর্শ কলেজ, উত্তর লক্ষ্মীপুর হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, বোয়ালদার স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কামর দ্বিমুখী হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, গাইবান্ধার বাদিয়াখালী হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, রশিদপুর গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ, শহরগাছী মডেল বিএল গার্লস স্কুল অ্যান্ড উইমেন্স কলেজ, আলহাজ তমিজউদ্দিন কলেজ, বদরগঞ্জ হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, বাংলা গড় কলেজ, তিনগ্রিয়া হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঘেরাজান নয়া কলেজ ও কবি নজরুল কলেজে কোন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি। রাজশাহী বোর্ডের যেসব কলেজে গত বছর কোন শিক্ষার্থী ভর্তি হয়নি সেগুলো হলো মিঠাপুর আদর্শ কলেজ, দুপইল কলেজ, ব্রি-পাটুরিয়া হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, শহীদ স্মরণিকা স্কুল অ্যান্ড কলেজ, চৌগ্রাম হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, দামিন নওগাঁ আইডিয়াল কলেজ, সাতবাড়িয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ, গোসাইবাড়ি উইমেন্স কলেজ, চৌবিলা দ্বিমুখী হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, চলনবিল আদর্শ কলেজ, মতিহার কলেজ ও বটতলী কলেজ।

যশোর বোর্ডের যেসব কলেজে গত বছর কেউ ভর্তি হয়নি, সেগুলোর মধ্যে পাপ্লা বহুমুখী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সোনার বাংলা কলেজ, রগুনাথ নগর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজ, আইআই কলেজ, মুলিয়া পাবলিক কলেজ, কাজালি কলেজিয়েট স্কুল, সাতারা আব্বাস টেকনিক্যাল ও বিএম কলেজ, মাশিয়াহাটি উইমেন কলেজ এবং এমএম মোস্তফা রশিদী সুজা গার্লস কলেজ। এছাড়া সিলেট বোর্ডের মহিষখোলা হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, চার্চার্ড কলেজ, আব্দুল গফুর হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, কমলগঞ্জ বহুমুখী গার্লস হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ, জয়শ্রী হাইস্কুল অ্যান্ড কলেজ কোন শিক্ষার্থী পায়নি। শিক্ষার্থী না পাওয়া কলেজের ব্যাপারে আন্তঃশিক্ষা বোর্ড ও ঢাকা বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক ড. আশফাকুস সালেহীন বলেন, 'প্রতারণা করে এবার কেউ পার পাবে না। কারণ গত বছর অনুমোদিত কলেজের তালিকা অনলাইনে দেয়ায় (ইআইআইএন বা এডুকেশন ইনস্টিটিউশন আইডেন্টিফিকেশন নম্বর) ভর্তি প্রতারণা অনেকটাই কমেছে। শিক্ষার্থীরা ভালোমন্দ যাচাই করেই এসব কলেজে ভর্তি হয়নি। এবার ছাত্রছাত্রীরা হয়তো আরও সচেতন হবে। পাশাপাশি বোর্ডের পক্ষ থেকেই নামসর্বস্ব ও প্রতারণাকারী কলেজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব।'